গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতা পেশার মানোন্নয়ন প্রসঙ্গে

গ্রন্থাগার শিক্ষার বাহন। গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ শিক্ষার্থী হিসাবে গড়িয়া উঠিতে সহায়তা করে। শুধু ছাত্র-ছাত্রী নয়, যুগোপযোগী শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদেরও গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার মানোন্নয়নে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার-কর্মীদের ভূমিকাকে 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪'-এ যথাযথভাবে স্বীকার করিয়া গ্রন্থাগার-কর্মীদের জন্য উচ্চ বেতনক্রম ও পদমর্যাদা দেওয়ার সুপারিশ করা হয় (পৃঃ ২৩২-২৪৭)। উক্ত রিপোর্টে (পৃঃ ২৪২-অনুচ্ছেদ ৩০.৫৮) বলা হইয়াছে, "গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারকর্মীরা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদের সহায়ক এবং সহযোগী। উন্নত দেশসমূহে এই সত্যটি স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে বলিয়া গ্রন্থাগারিকদের উদ্যোগ, উৎসাহ ও উদ্ভাবনী তৎপরতার মাধ্যমে তথাকার গ্রন্থাগারগুলি উত্তরোত্তর অধিকতর সার্থকতা অর্জন করিতেছে। আমরা তাই সুপারিশ করি, তুল্য যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারকর্মিগণকে পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিকের ব্যাপারে শিক্ষকদের পর্যায়ভুক্ত করা হউক।

প্রতিটি কলেজেই একটি আধুনিক গ্রন্থাগার থাকা অপরিহার্য। দেশের প্রায় প্রতিটি কলেজে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব থাকিলেও সেগুলি বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক নয়। অনেক গ্রন্থাগারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী নাই এবং বই-পুস্তক ও পাঠ্যসামগ্রীর সংখ্যাও অপ্রতুল। পদের সংখ্যা সীমিত হইলেও বহু কলেজে বহুদিন হইতে পদগুলি খালি পড়িয়া আছে। ফলে গ্রন্থাগারগুলি যথাযথ পরিচর্যার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং সেইসাথে গ্রন্থাগারসেবা হইতেও বঞ্চিত হইতেছেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ। জরুরীভিত্তিতে কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক-কাম-ক্যাটালগারের খালি পদগুলি জনস্বার্থে পূরণ করা আবশ্যক। বর্তমানে কলেজের গ্রন্থাগারিকগণ শিক্ষক শ্রেণীভুক্ত, তবে বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য বিদ্যমান। বর্তমান নিয়মানুযায়ী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে একজন ডিপ্লোমা ডিগ্রী লাভের পরে ৩,৪০০ টাকা স্কেলে এবং গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে একজন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভের পরে ৪,৩০০ টাকা স্কেলে বেসরকারী কলেজে গ্রন্থাগারিক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন ও ৮ বৎসর চাকুরী করিবার পরে যথাক্রমে ৪,৩০০ ও ৪,৮০০ টাকা স্কেলে বেতন পান এবং তাহার পরে উচ্চতর স্কেল পাইবার আর কোন সুযোগ নাই। পক্ষান্তরে সমমানের ডিগ্রী লাভ করিয়া যাহারা প্রভাষক হিসাবে নিয়োগলাভ করেন তাহারা নিয়োগকালে ৪,৩০০ টাকা স্কেলে নিয়োগের দুই বৎসর পরে ৪,৮০০ টাকা স্কেলে এবং ৮ বৎসর পরে ১ঃ২ হারে ৭,২০০ অথবা ৬,১৫০ টাকা স্কেলে বেতনপ্রাপ্ত হন।

বেঙ্গল এডুকেশন কোড (১৯৩১) পৃষ্ঠা নম্বর ৮২, ক্লজ ১২-তে বর্ণিত আছে, "The library should form a distinct department of the college and should not be considered a part of the office". বাংলাদেশ সরকারের আদেশ নম্বর ৭০০২/১/সিভিল-১ তাং ৮/১০/৮৩ অর্ডিন্যান্সেও গ্রন্থাগারিককে একজন শিক্ষক হিসাবে দেখান হইয়াছে। ১৯৬৮ সালে সরকার বিভিন্ন সরকারী কলেজে সর্বপ্রথম একজন প্রভাষকের পদমর্যাদায় ও বেতন স্কেলে এবং সমশিক্ষাগত যোগ্যতা ধরিয়া গ্রন্থাগারিকদের পদ সৃষ্টি করেন। গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর থাকা সত্ত্বেও প্রভাষকদের মত তাহাদের চাকুরীতে পদোন্নতির কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। অপরদিকে প্রভাষকগণের অনেকে বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপক বা অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি পাইয়া অধ্যক্ষের পদেও নিয়োজিত রহিয়াছেন। কিন্তু অনেক গ্রন্থাগারিক প্রভাষকের পদমর্যাদাতেই গত ২০/২২ বৎসর যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছেন। এই ধরনের বৈষম্য কাম্য হইতে পারে না। সরকারী আদেশ মোতাবেক গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের গোত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হইলেও কলেজ শিক্ষকদের মত ক্যাডারভুক্ত করা হয় নাই। তাই এ ধরনের বৈষম্য অনতিবিলম্বে দূর করিবার ব্যবস্থা করা দরকার এবং সরকারী ও বেসরকারী সকল কলেজ গ্রন্থাগারকে শিক্ষার অন্যান্য বিভাগের মতই স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে গণ্য করিয়া শিক্ষকদের মত গ্রন্থাগারিকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা উচিত।

একটি সুশিক্ষিত জাতি গড়িয়া তোলার জন্যই গ্রন্থাগারিকতা পেশার মানোন্নয়ন করা একান্ত আবশ্যক। আমরা লক্ষ্য করিতেছি, দেশের সমগ্র অঞ্চলে গ্রন্থাগার স্থাপনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। কিন্তু শুধু গ্রন্থাগার স্থাপন করিলেই চলিবে না, যাহারা গ্রন্থাগার পরিচালনা করিবেন তাহাদের প্রতিও যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ না করিলে গ্রন্থাগারের প্রকৃত বিকাশ সম্ভব নয়। পরিশেষে, উল্লিখিত বিষয়াবলী সদয় বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ অহিদুজ্জামান,
সভাপতি,
বাংলাদেশ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতি,